নাজমা মোস্তফাকে কিছু প্রশ্ন

(http://batighor.com)

নাজমা মোস্তফা ভালো লিখেন। আপনার একটি লেখাতে {রসুল (সঃ) এর বিয়ে} প্রমান করার চেস্টা করেছেন যে প্রফেট মুহাম্মদ (দঃ) যখন আয়েশাকে (রাঃ) বিয়ে করে ঘড়ে নিয়ে যান তখন আয়েশার বয়স ছিল ১৭/১৯ বছর। আপনি কিছু স্কলারদের লিখা বই থেকে রেফারেন্স দিয়ে প্রমান করার চেস্টা করেছেন।

ইসলাম ধর্মের প্রথম তিনটি সোর্সকে যদি অর্ডার অনুযায়ী সাজানো হয় তাহলে কোন দ্বিমত ছাড়াই অর্ডারটি হবে নিম্নরূপঃ

১। কোরান
২। সহি বোখারী
৩। সহি মুসলিম

কোরানে সম্ভবতঃ আয়েশার বয়স সম্বন্ধে কিছু বলা নেই। তাহলে কোরানকে বাদ দিলে টপ দুইটি সোর্স হইল সহি বোখারী এবং সহি মুসলিম। সেই সহি বোখারী **(Vol.7, No. 64)** এবং সহি মুসলিমের **(Book 8, No. 3311)** কয়েক জায়গাতে আয়েশার বয়স স্পষ্ট করেই লিখা আছে যেটা আপনি অবশ্যই জানেন বা শুনে থাকবেন। আর আপনি সহি বোখারী এবং সহি মুসলিম না দেখেই কি অন্যান্য বইয়ে ছুট দিয়েছেন? সম্ভব?

আমার প্রশ্নগুলি হইলঃ

১। আপনি কেন টপ এবং অথেনটিক দুটি সোর্সকে কৌশলে পাস কেটে কিছু আন্অথেনটিক সোর্সকে বেছে নিলেন আয়েশার প্রকৃত বয়স মানুষকে জানানোর জন্য? নিজেকেই নিজে বোকা বানিয়েছেন নাকি মানুষকে বোকা বানাতে চেয়েছিলেন!

২। আপনি কি তাহলে সহি বোখারী এবং সহি মুসলিমে উল্লেখিত আয়েশার বয়সকে মেনে নিতে পারছেন না? তার মানে আপনি কি মেনে নিতে পারছেন না যে একজন প্রফেট কি করে ৮-৯ বছরের একটি বালিকাকে বিয়ে করে? আপনি কি ডিস্টার্বড? আর এ জন্যই কি আয়েশার বয়স বাড়ানোর চেস্টা করছেন যাতে করে সেটা মেনে নিতে পারেন?

৩। তা না হলে আপনি কেন সহি বোখারী এবং সহি মুসলিমকে পাস কেটে আয়েশার বয়স ৯ থেকে এক লাফে ১৯ বানিয়ে ফেললেন! মাত্র ১০ বছর বাড়িয়েছেন এ আর এমন কি, তাই না?

৪। আপনি প্রফেট মুহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধেও কিছু কিছু কথা বলেছেন এবং কোরান থেকে ভার্সের ইনটেক্সট রেফারেন্স ও দিয়েছেন। ভাবখানা দেখিয়েছেন যেন বড়-সড় স্কলার! অথচ আমি সেই ভার্সগুলিতে যেয়ে দেখলাম আপনার কথার বিন্দু মাত্র নেই! এতদিন জানতাম ‘‘সমালোচকরাই’’ শুধু এ কাজ করে থাকে। এখন তো দেখি সবাই সমান! তবে পার্থক্য হইল আপনি এক উদ্ধারকর্তার ভূমিকা দেখিয়েছেন। কেন এ ডিজ্অনেস্টি। মানুষকে কি খুব বোকা মনে করেন।

৫। আপনার লেখাতে প্রায়ই কিছু কিছু টার্ম ব্যবহার করেন। যেমনঃ শ্রেষ্ঠ নবী, শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, ইত্তাদি। কেন এ অহংকার? কোরান-হাদিসের কোথায় লিখা আছে শ্রেষ্ঠ নবী, শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ? বাকি সব ধর্ম বা নবীদেরকে কি তাহলে সাব্-স্ট্যান্ডার্ড মনে করেন? কেন আপনারা পৃথিবীবাসীর কাছে নিজেদেরকে হাস্যকর করে তোলেন।

৬। একদল কোরান ছেড়ে হাদিস-ফেকাহ্ নিয়ে টানা-হেঁছড়া করছে। আরকে দল আবার কোরান এবং হাদিস দুটোই ছেড়ে স্কলারদের লিখা বই নিয়ে টানা-হেঁছড়া করছে। কেন??? কোরানের তাহলে কি দরকার???

৭। কোন এক লেখাতে আপনি লিখেছেন, ‘‘সত্য হলে ওরা আসবেই .....।’’ মনে হচ্ছে চরম সত্য জেনে গেছেন আর তাতে গর্বেরও সীমা নেই! আর যারা চলে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন যে, ‘‘মিথ্যা হলে এরা যাবেই’’? এরা সবাই পথভ্রষ্ঠ? বরং যারা চলে যাচ্ছে তারা সবাই উচ্চ শিক্ষিত এবং অনেক পড়া-লেখা করে, অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই নীরবে নিভৃতে চলে যাচ্ছে। কেন নীরবে নিভৃতে চলে যাচ্ছে তা আশা করি আপনাকে বুঝাতে হবে না। আপনি কি কখনও শুনেছেন যে কোন গন্ড-মূর্খ-অশিক্ষিত মানুষ চলে গেছে? ব্যাপারটা কি আপনাদের মধ্যে কোন চিন্তার উদ্রেক করে না? আর যারা আসছে তারা ঢাক-ঢোল পিটিয়েই আসছে। এদের মধ্যে কেহ কেহ কিছু কিছু ঘটনায় ইমোশনাল হয়ে আসছে, কেহ কেহ প্রেমে পড়ে আসছে, কেহ কেহ আবার পাপ মোচনের জন্য আসছে, বা অন্য কোন কারণও থাকতে পারে। যারা আসে তারা কি অনেক পড়া-লেখা করে, অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই তবে আসে? মোটেও না। যারা আসছে তাদেরকে নিয়ে ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে বরং যারা চলে যাচ্ছে তাদেরকে নিয়েই কি আপনাদের বেশী চিন্তিত হওয়ার কথা না? নাকি রাজনীতিবিদদের মত আপনিও এই ভেবে খুশী যে, ‘‘আমাদের দলেই তো বেশী আসছে, হা হা!’’ কথায় বলে না স্বাদের অল্প ভালো। ডেস্কি ভর্তি তরকারী রান্না করে যদি খেতেই না পারেন সেই তরকারীর কোন দাম আছে? বরং স্বাদ করে অল্প রান্না করুন যাতে ভালোভাবে খেতে পারেন, তাই না।

আমার বুদ্ধির পর থেকে বাবা-মাকে কখনও নামাজ-রোযা মিস করতে দেখিনি। এমনকি বাবাকে মসজিদেও তেমন যেতে দেখিনা। ওনারা ঘড়ে বসেই নীরবে নামাজ-কালাম সারেন। অপরকে বলা তো দূরে থাক আমাদের ৫ ভাই-বোনদের ও ওনারা তেমনভাবে কখনও বলেন নাই যে নামাজ-রোযা করতে হবে। মা মাঝে মাঝে খুব হালকা ভাবে বলেছেন ঠিকই যেটা সহযেই এ কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেওয়ার মত। অথচ আমার বাবা অনেক

আগের বি. এ. পাস এবং এলাকার মোটামুটি একজন গন্যমান্য জ্ঞানী ব্যক্তি। আমার পার্সোনাল একাউন্টে কিছু টাকা রেখেছিলাম প্রায় তিন বছর আগে। বাবা কোনভাবে সেটা জানতেন। আজ এসে জানলাম যে ওনি ঐ টাকারও নিয়মিত যাকাত দিয়ে দিয়েছেন! বাবা হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি হয়ত যাকাত নাও দিতে পারি। বুঝতেই পারছেন কেমন ওনারা। এরকম আরো লক্ষ লক্ষ বাবা-মা আছে, কি বলেন।

আমার প্রশ্ন হইল, এই আপনাদের মত কিছু লোকদের জন্য কেন হাজারো নিরীহ বাবা-মা'কে শুধু নামধারী মুসলিম হওয়ার জন্য পৃথিবীবাসীর কাছে হিউমিলিয়েটেড হতে হবে? আমাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। এর জন্য দায়ী কি ঐ নিরীহ বাবা-মা'রা নাকি আপনারা যারা গাছেরও খান আবার তলারও কুড়াইতে চান? নাকি আমরা যারা আপনাদের এই সব কার্যকলাপ জনসম্মুখে তুলে ধরছি?

আপনি হয়ত বলতে পারেন যে এগুলি অজ্ঞাতসারে হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমি দুঃখিত! কিন্তু এক্ষুনি আপনি তো জেনে গেলেন। এর জন্য কি পাঠকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে নিজেকে কারেকশন করে নেবেন? যেটা সত্য সেটাই বুক ফুলে বলেন না। দেখি আপনাদের কে কি বলে। এ সৎ সাহস আছে কি?

লক্ষ লক্ষ নিরীহ বাবা-মা'র মত আপনারা যদি আজ থেকেই নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রিচুয়ালগুলি মসজিদ, মাদরাসা, এবং পাবলিক প্লেস ছেড়ে নিজ নিজ ঘড়ে তুলে নেন (কোরানের কোথাও কি মসজিদ-মাদরাসার কনসেপ্ট আছে?), এ সবের নামে রাজনীতি বন্ধ করেন; আগামী কাল থেকেই দেখবেন যে Vinnomot, FaithFreedom, JihadWatch, Mukto-Mona ইত্তাদি ওয়েবসাইটগুলি আর থাকবে না বা লিখার স্ট্যান্ড রাতারাতি চেঞ্জ হয়ে যাবে। একজন সচেতন মানুষ হিসাবে আমি কিন্তু তাই মনে করি। বিশ্বাস হচ্ছে না? প্রমান করেই দেখুন না। বল এখন আপনাদের কোর্টে। পারবেন কি?

Bukhari: Vol.7, No. 64: Narrated 'Aisha: that the Prophet married her when she was six years old and **he consummated his marriage when she was nine years old**, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death).

Muslim: Book 8, No. 3311: 'A'isha (Allah be pleased with her) reported that Allah's Apostle (may peace be upon him) married her when she was seven years old, and **he was taken to his house as a bride when she was nine**, and her dolls were with her; and when he (the Holy Prophet) died she was eighteen years old.

ধন্যবাদ।

রায়হান।